হো চি মিনের কবিতা

শামসুর রাহমান

অনূদিত

সংকলন ও সম্পাদনা

পিয়াস মজিদ

হো চি মিনের কবিতা

হো চি মিনের কবিতা

শামসুর রাহমান

অনূদিত

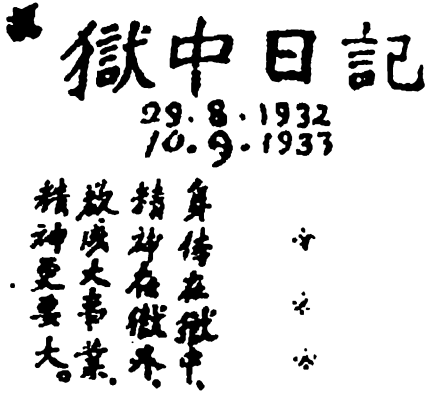

সংকলন ও সম্পাদনা

পিয়াস মজিদ

চারুলিপি

স্বত্ব
টিয়া রাহমান

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৩ / ফেব্রুয়ারি ২০১৭

চারুলিপি প্রকাশন ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে
হুমায়ূন কবীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।
কম্পোজ : বাংলাবাজার কম্পিউটার, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ

দাম : ১০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 598 186 6

HO CHI MINER KOBITA : SHAMSUR RAHMAN ONUDITO
(Poetry of Ho Chi Min Translated in Bengali by Shamsur Rahman) Compiled & Edited by Pias Majid.
Published by Humayun Kabir
Charulipi Prokashon 38/4, Banglabazar, Dhaka 1100
E-mail : charulipi_prokashon@yahoo.com
Phone : +8802 9550707 Cell : 01715983899
First Print February 2017. Price : 100.00 Only. $ 5.00

U.S.A Distributor : Muktadhara, 37-69, 74 St. Jackson Heights
Canada Distributor : ATN Mega Store, 2970 Danforth Ave, Toronto
কলকাতা পরিবেশক : নয়া উদ্যোগ ২০৬, বিধান স্বরণি, কলকাতা

অনলাইনে বই কিনতে : রকমারি.com লগইন করুন www.rokomari.com
পড়ুয়া www.porua.com.bd

প্রসঙ্গকথা

কবি শামসুর রাহমানকে (২৩ অক্টোবর ১৯২৯-১৭ আগস্ট ২০০৬) আমরা জানি রবার্ট ফ্রস্ট ও খাজা ফরিদের কবিতার অনুবাদক হিসেবে। কবির মৃত্যুর পর তাঁর অনুবাদ কবিতাগুলি নিয়ে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে *অনুবাদ কবিতাসমগ্র* নামের সংকলন। শামসুর রাহমান হো চি মিনের কবিতারও অনুবাদক। অধুনালুপ্ত *বিচিত্রা* পত্রিকার ৯ মে ১৯৭৫ (তৃতীয় বর্ষ ৪১ সংখ্যা) তারিখের 'ভিয়েতনাম সংখ্যা'য় খুঁজে পাওয়া গেল শামসুর রাহমানকৃত ভিয়েতনাম বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা হো চি মিনের ১২টি কবিতার অনুবাদ। 'দিয়েন বিয়েন ফু থেকে সায়গন' শিরোনামের এই ভিয়েতনাম সংখ্যায় 'আবার স্বদেশকে গড়ব সুন্দর করে' শীর্ষক হো চি মিনের শপথবাক্যের পাশাপাশি আছে ভিয়েতনাম বিপ্লবের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অভিনন্দনবাণী। শামসুর রাহমানের অনুবাদে এক নতুন হো চি মিন আবিষ্কৃত এখানে। প্রসঙ্গে সমসাময়িক হয়েও এই কবিতাগুলি সর্বমানবের অনুভবে হয়ে উঠেছে চিরায়ত।

হো চি মিনের কবিতা অনুবাদই শুধু নয়, একই সঙ্গে তাঁর কবিসত্তা ও কবিতাবৈশিষ্ট্য বিষয়ে কবি শামসুর রাহমানের মূল্যায়নও প্রণিধানযোগ্য। হো চি মিনের কবিতা নিয়ে শামসুর রাহমান বলেন–

হো চি মিন জনগণমন অধিনায়ক হিসেবে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পরিচিত। ভিয়েতনামের স্বাধীনতার জন্য তিনি লড়াই করেছেন আজীবন, কারাবরণ করেছেন বহুবার। জেলে তাঁকে বন্দী-জীবন কাটাতে হয়েছে। সেই বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে তাঁর 'জেলের ডায়েরি' কাব্যগ্রন্থে। হো চি মিন-এর যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে সব সময় ছড়িয়ে থাকত স্মিত হাসি, যে হাসি শুধু প্রাজ্ঞজনের অস্মিতা থেকে উৎসারিত। এই আশ্চর্য হাসি হো চি মিন হাসতে পারতেন হ্যানয়ে, লন্ডনে, প্যারিসে, খোলা প্রান্তরে, কয়েদখানায় সর্বত্র। বুঝি তাই তাঁর 'জেলের ডায়েরি'তেও আমরা পাই সেই স্নিগ্ধ হাসির আভা। শত দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও তিনি বেঁচে থাকেন, আনন্দ খুঁজে পান, খুঁজে পান এমন কিছু যা জীবনঘনিষ্ঠ কবিতার রূপান্তরিত হয়। এখানে জননেতা হো চি মিন নন, কবি হো চি মিনই মুখ্য হয়ে ওঠেন নানা চিত্রকল্পে, বাকভঙ্গির সুষমায়।

২

বিচিত্রা পত্রিকার উপর্যুক্ত দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাটির সন্ধান দিয়েছেন গ্রন্থসুহৃদ এবিএম হেলাল; তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। 'শামসুর রাহমানের অগ্রন্থিত অনুবাদ কবিতা' শিরোনামে আমার সংগৃহীত এই কবিতাগুচ্ছ ২৫ অক্টোবর ২০১৩ দৈনিক *প্রথম আলো*-র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত হয়; *প্রথম আলো* কর্তৃপক্ষকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই। আর শামসুর রাহমানের এখন পর্যন্ত অগ্রন্থিত এই অনুবাদ কবিতাগুচ্ছের সংকলন প্রকাশের অনুমতি দানের জন্য কবি-পরিবারের ঋণ স্বীকার করি। বইটি প্রকাশের উদ্‌যোগের জন্য চারুলিপি প্রকাশন-এর নির্বাহী হুমায়ূন কবীরকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফেব্রুয়ারি ২০১৭ **পিয়াস মজিদ**

জেলখানায় দেখা ১১
ডায়েরির প্রথম পাতা ১২
গুরুতর অসুস্থ ১৩
সকাল ১৪
দুপুর ১৫
বিকেল ১৬
সন্ধ্যা ১৭
কী কঠিন জীবনের পথ ১৮
নিজেকে উপদেশ ১৯
অবিরাম বৃষ্টি ২০
জ্যোৎস্না ২১
বন্দীর বাঁশি ২২

জেলখানায় দেখা

স্বামীটি রয়েছে কয়েদখানার ভেতরে আর
বধূটি দেখছে তাকে গরাদের আড়াল থেকে।
এত কাছাকাছি দুজন এখন,
কেবল কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান।

তবু কতো দূরে—আকাশ এবং সাগরতলার মতো।
পারে না যা কিছু কথারা বলতে,
তাদের মরিয়া চোখ বলে দ্যায় তা-ও।

প্রতিটি কথার আগেই ওদের চোখ ভরে ওঠে জলে।
কে আছে এমন দুজনার এই মিলন দেখবে
এখানে দাঁড়িয়ে নিথর নিরুত্তাপ?

ডায়েরির প্রথম পাতা

কবিতা আবৃত্তি করা ছিলো না অভ্যাস
কিন্তু এই কারাগারে এখন কী-ই বা
করা যায় আর?
এই বন্দী দিনগুলি কাটাবো কবিতা লিখে আমি
আর কবিতার সুরে এগিয়ে আনবো স্বাধীনতা।
সিংসি জেলে প্রবেশ করার মুহূর্তে
পুরেনো কয়েদি স্বাগত জানায় নতুন কয়েদিদের।
আসমানে শাদা মেঘগুলি কালো মেঘেদের করে ধাওয়া
শাদা-কালো মেঘ চোখের আড়ালে কখন গিয়াছে চলে,
পৃথিবীতে সব মুক্ত লোককে গাদাগাদি করে কয়েদে হচ্ছে পোরা।

গুরুতর অসুস্থ

পরিবর্তমান এই চীনের আবহাওয়ায় আমার শরীর
হয়েছে বিধ্বস্ত খুব, ভিয়েতনামের দুর্দশায়
আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত ভীষণ, হায়!
কয়েদখানায় অসুস্থ হওয়াটা কী যে সাংঘাতিক
ব্যাপার কী বলি–
কিন্তু আমি কান্নার বদলে গান গেয়ে যাওয়াটাই
অধিক পছন্দ করি।

সকাল

প্রতিটি সকাল সূর্য দেয়াল টপকে
ফটকে ছুড়ে দ্যায় তার রশ্মি-হিরণ,
কিন্তু ফটকে ঝুলছে তারা।
কয়েদখানার ভেতরে চৌকি আঁধারে ঢাকা,
অথচ বাইরে ঝলমল করে সূর্যোদয়।

২

জেগে উঠলেই প্রত্যেকে মাতে উঁকুন-হননে।
বেলা আটটায় ঘণ্টা রটায়
সকালবেলার খাবার সময়।
চলো চলো যাই আমরা সবাই।
প্রাণভরে আজ খাই'গে চলো।
ঢের দুর্ভোগ সয়েছি আমরা,
এবার আসবে
আসবে সুদিন সুনিশ্চয়।

দুপুর

কয়েদখানায় কী সুখের দুপুরের ঘুম!
আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাসি গভীর নিদ্রায়।
স্বপ্ন দেখি আমি ড্রাগনের পিঠে সওয়ার, চলেছি স্বর্গপথে
জেগে দেখি, হ্যাঁচকা টানে আমাকে আবার আনা হলো
এ বন্দীশালায়।

বিকেল

বেলা দুটো বাজে : সেলের দরজা খুলে যায়,
তাজা বাতাস আসবে বলে।
একটু আকাশ দেখার জন্যে প্রত্যেকে তোলে মাথা।
হে মুক্তপ্রাণ, মুক্তির নীল গগনবিহারী
তোমরা কি জানো বন্দীশালায় তোমাদের
সব স্বজন মরছে ধুঁকে?

সন্ধ্যা

আহারের পরে সূর্য অস্ত যায় পশ্চিমে, এখন
চতুর্দিকে অকস্মাৎ বেজে ওঠে লোকগীতি, মধুর সংগীত,
বিষণ্ন আঁধার ঘেরা সিংসি বন্দীশালা হয়ে যায়
নিমেষে ললিতকলা একাডেমি এক।

কী কঠিন জীবনের পথ

১

দুরারোহ পর্বত এবং খুব উঁচু গিরিচূড়ায় ওঠার পর
খোলা প্রান্তরে আরো বেশি বিপদের মুখোমুখি হবো–
এটা কী করে আশা করা যায়?
পাহাড়ে বাঘের মুখে পড়েছিলাম,
কিন্তু আমার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগেনি,
খোলা প্রান্তরে মানুষের মুখোমুখি হলাম এবং
আমাকে নিক্ষেপ করা হলো বন্দীশালায়।

২

ভিয়েতনামের প্রতিনিধি আমি,
চীন যাওয়ার পথে একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তির সঙ্গে
দেখা করবার কথা ছিলো আমার।
শান্ত পথে আচমকা উঠলো ঝড়
এবং আমাকে এক মাননীয় অতিথি হিসেবে
ঠেলে দেওয়া হলো কয়েদখানায়।

৩

অকপট লোক আমি, আমার বিবেকও নয় কলুষিত,
কিন্তু চীনের গুপ্তচর বলে অভিযুক্ত করা হলো আমাকে।
সুতরাং জীবন, দেখতেই পাচ্ছেন, কখনো খুব মসৃণ ব্যাপার নয়
এবং এখন বর্তমান কষ্ট-কণ্টকিত।

নিজেকে উপদেশ

শীতের এমন হিমশীতলতা, জনশূন্যতা ছাড়া
বসন্ত তার উত্তাপ আর গাঢ় মাধুর্য পারে না বিলাতে,
দুঃখ আমাকে গড়েছে শক্ত ধাতুতে আর
হৃদয় আমার হয়ে গেছে ইস্পাত।

অবিরাম বৃষ্টি

ন'দিন কেবলি বিরতিবিহীন বৃষ্টিদিন,
একদিন শুধু আবহাওয়া খুবই ভালো।
ওপরে আকাশ নির্দয় বড়ো বাস্তবিক,
আমার জীর্ণ জুতো জোড়া দ্যাখো হয়ে গেছে খান খান।
কর্দমাক্ত রাস্তা পা দুটোকে করে নোংরা ভারি,
যা হবার তাই হয়েছে, এখন এগিয়ে যেতেই হবে।

জ্যোৎস্না

কারাবাসীদের জন্যে একটু মদ নেই ফুলও নেই,
অথচ রাত্রি এমন মধুর, আমরা কীভাবে একে
করবো উদ্‌যাপন?
ঘুলঘুলিটার কাছে যাই আর তাকাই চাঁদের দিকে–
ঘুলঘুলিটার ভেতর দিয়েই
চাঁদ মৃদু হাসে বন্দী কবিকে দেখে।

বন্দীর বাঁশি

হঠাৎ বাঁশিতে বাজে দূর স্মৃতিজাগানিয়া সুর :
বিষণ্ন সংগীত জেগে ওঠে, সুর তার নিরালা ফোঁপানি যেন
অনেক পাহাড় আর অনেক নদীর পরপারে,
হাজার মাইলব্যাপ্ত ভ্রমণ
অত্যন্ত শোকাবহ আর যন্ত্রণাদায়ক।
মনে হলো, এক নারীকে দেখছি–
যেন উঠেছে সে অতিদূর এক মিনারে
একাকী কারো প্রত্যাবর্তন দেখবে বলে।

ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা হো চি মিন

মুক্তি ও স্বাধীনতার চেয়ে কোনো কিছুই অধিক মূল্যবান নয়
হো চি মিন

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী যে কয়েকজন নেতার নাম আমাদের চোখে অহরহ পড়ে তাদের মধ্যে হো চি মিন (১৯শে মে ১৮৯০-৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯) অন্যতম। তিনি জন্মেছিলেন ন-ঘিয়ান প্রদেশের চুয়াগ্রামে। ভিয়েতনামবাসী তাঁকে ভালবেসে ডাকে 'আংকেল হো' বলে। ছোটবেলায় তাঁর নাম ছিল নগুয়েন ভ্যান কুং। কিন্তু দেশের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসায় পরে তিনি পরিচিত হন নগুয়েক আই কুয়োক (দেশপ্রেমিক নুয়েন) নামে। আরো পরে তাঁর নাম হয় 'হো চি মিন' বা 'আলোর দিশারী'। পরবর্তীতে এ ছদ্মনামেই তিনি সারাবিশ্বে পরিচিত হন। তার পুরানো নাম নগুয়েন তাট থানহ। হো এর পিতা ছিলেন কনফুসিয় পণ্ডিত ও ম্যাজিস্ট্রেট। হো চি মিনকে প্রথমে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন বাবা নগুয়েন মিন হুয়ে। খুব ভালো ফল করায় পরে শহরের এক হাইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। শহরে এসেই বুঝতে পারলেন নিজেদের মাতৃভূমিতে কোনো অধিকার নেই। তাদের দেশ শাসন করছে ফরাসিরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফরাসি। অন্য শিক্ষকরা ভিয়েতনামি হলেও

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস নেই। স্কুলের এসব পরাধীনতা তাকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

ঔপনিবেশিক আমলে ভিয়েতনাম ফরাসিদের কব্জায় ছিল। ভিয়েতনাম, লাওস এবং কম্পোডিয়া নিয়ে তখন গঠিত ছিল ইন্ডো-চায়না। ১৮৫৯ সালের পর একের পর এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অর্থনীতি তথা আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে দেশটিকে প্রায় পঙ্গু করে রেখেছিল। ১৮৮৩ সালে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স ভিয়েতনামের পুরোপুরি দখল নেয়। ভিয়েতনাম হয়ে দাঁড়ায় ফ্রান্সের সরাসরি উপনিবেশ।

সে সময় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আন্দোলন হলেও সুসংগঠিত কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ১৯০৮ সালের কৃষক আন্দোলনের সাথে স্কুল জীবনেই হো চি মিন জড়িয়ে পড়েন। ১৯১০ সালে তিনি প্রায় ৫০০ কিমি পথ অতিক্রম করে ফান থিয়েট শহরে আসেন। এখানেই তিনি পরিচিত হন দেশপ্রেমিকদের এক গোপন বিপ্লবী সংগঠনে। হো চি মিন এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছে প্রচারপত্র বিলি করতেন এবং বোঝাতেন–অত্যাচারী ফরাসিদের দেশ থেকে বিতাড়ন না করলে দেশের মানুষের মুক্তি নেই। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। আর এ জন্য ফরাসি গুপ্তচর বাহিনির শ্যেন দৃষ্টি পড়ে তাঁর ওপর। তিনি গুপ্তচর বাহিনিকে ফাঁকি দিয়ে জাহাজে পাড়ি দেন পশ্চিমা কোনো দেশে। উদ্দেশ্য–সেসব দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।

১৯১১ সালের ২ জুন তিনি ট্রিভিলি জাহাজে সহকারী রাঁধুনির কাজ গ্রহণ করেন। পরের প্রায় তিন বছর সময় তিনি

জীবিকা অন্বেষণের কাজে ঘুরে বেড়ান ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরে। এই জাহাজে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর, আফ্রিকা পেরিয়ে নিউইয়র্কে ভিড়লেন। দেখলেন স্বপ্নের আমেরিকায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ। মোহমুক্তি ঘটতে দেরিও হল না। জাহাজে চেপে এসে পড়লেন লন্ডনে। এখানে নিলেন হোটেল বয়ের চাকরি। এই তিন বছর অবসরে পড়তেন ইতিহাসের বই ও সংবাদপত্র। উদ্দেশ্য পশ্চিমা সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। মাতৃভূমির বঞ্চনা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াত প্রবাস-জীবনেও। নানা দেশ ঘুরে ঘুরে হো ১৯১৭ সালে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে এসে পৌঁছলেন প্যারিসে। দেখতে পান ভিয়েতনামে উপনিবেশ গড়ে তোলা ফরাসিদের সঙ্গে সামান্যতম মিল নেই। সুস্থ সংস্কৃতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ রুশো, ভলতেয়ারের দেশের মানুষদের দেখে তিনি মুগ্ধ হন। স্থির করেন বিপ্লবের জন্মভূমি ফ্রান্স থেকেই অর্জন করবেন বিপ্লবের মন্ত্র। জীবিকার জন্য কাজ নিলেন ছবির দোকানে তুলি দিয়ে রিটাচার করা। যে ঘরে থাকতেন সেখানে থাকত কিছু প্রবাসী ভিয়েতনামি। এই বাড়ির কর্তা ফ্যান ভ্যান ট্র্যাং এবং তার সাথে যোগাযোগ ছিল ভিয়েতনামের কিছু জাতীয়তাবাদীর, যাদের নেতা ছিলেন ফ্যান চু ত্রিন (১৮৭২-১৯২৬)

পরিচয় ঘটলো ফরাসি সমাজতান্ত্রিক নেতাদের সঙ্গে। তিনি যখন ফ্রান্সে বসবাস শুরু করেন, ঠিক তখনই তাঁর মানসে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর নেতাদের সাথে সেই সময় তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

১৯২০ সালে তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সেই

বছর প্যারিসে ফরাসি সোশ্যালিস্ট পার্টির অধিবেশন বসলে বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক প্রতিনিধি যোগ দেন। এ সময় হো যোগ দিয়েছিলেন ভিয়েতনামের প্রতিনিধি হিসেবে। এই প্রথম তিনি বিশ্বের প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন ভিয়েতনামের ওপর ফরাসিদের শোষণ আর অত্যাচারের কথা। হো বুঝতে পারলেন, দেশের মানুষের সম্মিলিত ঐক্য আর সংগঠনের মাধ্যমেই গড়ে তুলতে হবে বিপ্লব। যার জন্য প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক দলের। তিনি গড়ে তোলেন ভিয়েতনামি বিপ্লবী তরুণ সংঘ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২৩ সালে তিনি মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দেন। ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে তিনি 'ভিয়েতমিন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর এই সংগঠন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯২৫-২৬ সালে তিনি সংগঠতি করেন 'তরুণ শিক্ষা শ্রেণি' এবং এতে মাঝে মাঝে ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদীদের সামনে বক্তৃতা দিতেন। তিনি ১৯২৬ সালের অক্টোবরে জেং জুয়েমিন (১৯০৫-১৯৯১) বিয়ে করেন। ১৮ অক্টোবর যখন সহ-কমরেডরা এই বিয়ের বিপক্ষে কথা তোলেন তখন তিনি বলেন–

I will get married despite your disapproval because I need a woman to teach me the language and keep house.

তিনি সেই একই স্থানে বিয়ে করেন যেখানে চৌ এন লাই (১৮৯৮-১৯৭৬) বিবাহ করেছিলেন। এরপর তিনি কমিন্টার্ন এর প্রতিনিধি মিখাইল বরোদিনের (১৮৮৪-১৯৫১) বাড়িতে বসবাস করেন।

১৯২৭ সালের এপ্রিলে তিনি পুনরায় মস্কো যান। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন ক্রিমিয়ায় থাকেন। পরে প্যারিস হয়ে বার্লিন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি পেরিয়ে ব্যাংকক থেকে এক চিঠিতে স্ত্রী জেং জুয়েমিন'র কাছে লেখেন–

Although we have been separated for almost a year, our feelings for each other do not have to be said in order to be felt...

১৯২৯ সালে তাঁর গোপন সংগঠন 'থান নিয়েন' হংকং শহরে মিলিত হয়ে গোপনে ইন্দো-চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। অবশেষে ১৯৩০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯৩০ সালের অক্টোবরের পার্টির প্রথম প্লেনামে ভিয়েতনামের কমিউনিসট পার্টির নাম পালটে রাখা হলও ইন্দোচিনের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৩১ সালের জুনে হংকং-এ বন্দি হলেন। কিছুদিন পর মুক্তি পেয়ে মস্কো গেলেন। ১৯৩৮ সালে চীনে আসার অনুমতি পেলেন। ১৯৪০ সাল থেকে তিনি আগের ছদ্মনামগুলো বাদ দিয়ে 'হো চি মিন' নাম ব্যবহার করতে শুরু করেন।

১৯৪১ সালের পরবর্তী সময়ে তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা সংগ্রাম বজায় থাকে। ১৯৪২-৪৩ সালে মোট ১৩ মাস তিনি চিয়াং কাইশেক (১৮৮৭-১৯৭৫) এর জেলে বন্দি ছিলেন। এসময় প্রিজনস ডায়েরিতে তিনি লিখেছিলেন বেশ কিছু কবিতা। সেগুলোর একটি হলও এমন–

দেহটাই থাকে জেলখানায়
মনটা তো থাকে না।
মহৎ প্রচেষ্টা চালাতে হলে
অটুট থাকা চাই মনের বল।

ভিয়েতমিন দ্বারা পরিচালিত আগস্ট বিপ্লবের পর, ১৯৪৫ সালে কমিউনিস্ট-শাসিত ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনাম সরকার প্রতিষ্ঠা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সাম্রাজ্যবাদী জাপান তখন ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত করে। কিন্তু হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরে এটম বোমা নিক্ষেপ তাদের পুরোপুরি পরাস্ত করে। ভিয়েতনামের দুই প্রধান শত্রু যখন পুরোপুরি পরাজিত ঠিক সেই সময় আংকেল হো তাঁর গেরিলা বাহিনি এবং অন্যান্য মুক্তিফৌজের সমবেত সাহায্যে ২ সেপ্টেম্বর জনতার সম্মুখে ভিয়েতনামকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন।

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষে মিত্রশক্তির চক্রান্তে আরও নগ্নভাবে দেশটিতে নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো আসন গেড়ে বসে। বিশ্বশক্তিগুলোর সেই চক্রান্তে ফ্রান্স পুনরায় দেশটি দখল করে নেয়। আংকেল হো চেয়েছিলেন ফ্রান্সের সাথে একটি সমঝোতায় আসার। কিন্তু তারা কখনই তাঁর দাবি মেনে নেয়নি। অবশেষে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এবং দাপটের কারণে ফ্রান্সের বাহিনির শক্তি ও রসদ ফুরিয়ে আসে। তারা পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের পর জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী পুনরায় ভিয়েতনামকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। উত্তর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চক্রান্তে পুনরায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মার্কিন মদদপুষ্ট দিয়েম সরকার জেনেভা চুক্তি অনুসারে ভিয়েতনামের সংযুক্তির প্রস্তাব বাতিল করে। ফলে অনিবার্য সংঘাত পুনরায় দেশটিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের নির্দেশে জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ডের নেতৃত্বে প্রায় ১,৮৮,০০০ মার্কিন সেনা দেশটির যুদ্ধ অংশ নেয়।

সে যুদ্ধ প্রায় (১৯৬৪ ১৯৭৫) দশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে স্বাধীনতাকামী সে মহান যোদ্ধাদের নৈতিকভাবে সমর্থন যোগায়। যুদ্ধে ভিয়েতনাম জয়লাভ করে। পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তির এমন নির্লজ্জ পরাজয় প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী আপামর জনতা।

পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে ফ্রেঞ্চ ইউনিয়নকে দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধে পরাস্ত করে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত হো চি মিন ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রনেতা হিসেবে ভিয়েতনামের জনগণকে নিয়ে বিপ্লবী ক্ষমতা সুরক্ষার সংগ্রাম করেছেন, এবং ফ্রান্সের হামলা প্রতিরোধের যুদ্ধে মহান বিজয় লাভ করেছেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত, তিনি ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং স্বদেশের পুনরেকত্রিকরণ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ষাটের দশকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবং অনেক ঘটনার পর ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই উভয় ভিয়েতনাম একীভূত হয়।

দীর্ঘকালের কঠোর বিপ্লবী জীবন গুরুতরভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছে। ১৯৬৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রনেতা কমরেড হো চি মিন হৃদরোগের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিলো ৭৯ বছর। সফল নেতৃত্বের জন্য টাইম ম্যাগাজিনের প্রভাবশালী একশ ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন হো।

উত্তর ভিয়েতনামের রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব ১৯৫০-এর দশকের শেষভাগে সীমিত হয়ে আসে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা অর্জনের পর সেখানকার পূর্বতন রাজধানী সাইগনের নাম পাল্টে হো চি মিন শহর রাখা হয় তাঁর সম্মানার্থে।

হো চি মিন আর ভিয়েতনাম মূলত একই সূত্রে গাঁথা। ভিয়তনামের প্রতি তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেমের কারণে তাঁকে ডাকা হতো 'আই ক্যোক'। এছাড়া ভিয়েতনামবাসী তাঁকে ভালবেসে ডাকে 'আংকেল হো'। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদান পৃথিবীর মুক্তিকামী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হো চি মিনের জীবন আজও দুনিয়ার শোষিত-নিপীড়িত মানুষের কাছে অসামান্য প্রেরণা। বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি বিপ্লবের প্রতীক, যাঁর অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে জনগণ ফরাসি ও আমেরিকান বাহিনিকে বিতাড়ন করে নতুন পতাকা উড়িয়েছিল। পৃথিবীতে যতদিন শ্রেণিভেদ-শোষণ-বৈষম্য থাকবে ততদিন মানবমুক্তির লড়াইয়ে হো চি মিন আমাদের সংগ্রামী-স্মরণে থাকবেন।

সংগৃহীত